জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২
১২ই ডিসেম্বর

প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

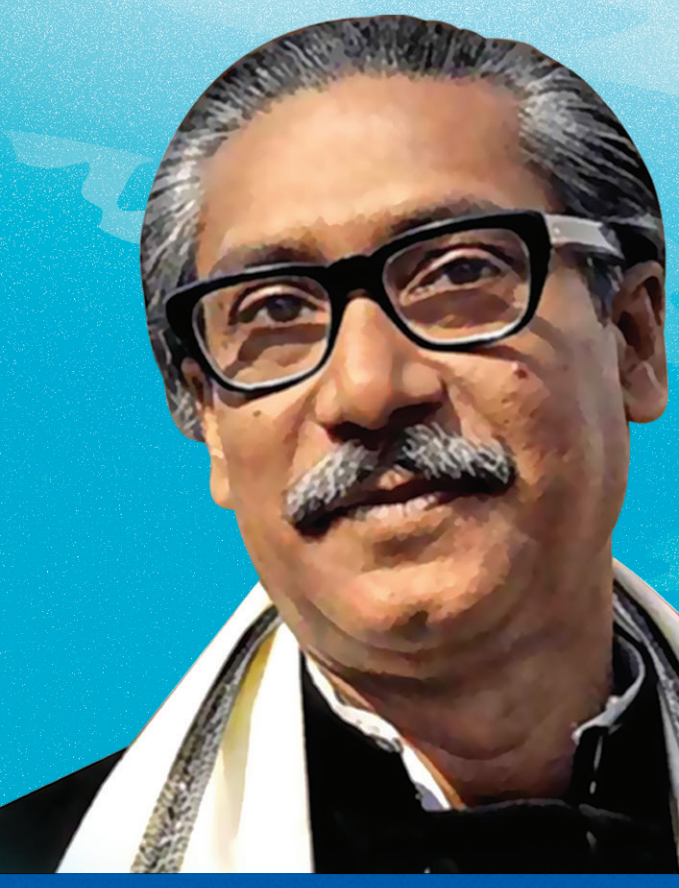

‘আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।’

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে- এ লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।’

শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য একটা ক্যাশলেস সোসাইটি। বাংলাদেশের মানুষ যদি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখে, আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের ব্যাংক একাউন্ট থাকবে, তারা সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পদ্ধতিতে লেনদেন করার সুযোগ পাবে।’

সজীব ওয়াজেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক
মাননীয় উপদেষ্টা

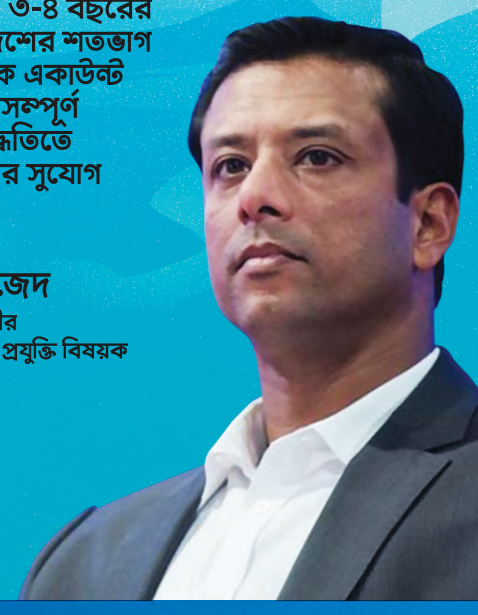

ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উন্নয়ন দর্শন। ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সেরা রাষ্ট্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রযুক্তি পরিবর্তনের হাতিয়ার। নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের প্রায় সবকিছুই দ্রুত বদলে দিচ্ছে। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেই এই পরিবর্তনের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি
মাননীয় সভাপতি
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করলে সরকারি সেবার মান যেমন আরও বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সরকারি সেবা পেতে সময়, খরচ ও যাতায়াত অনেক কমে যাবে।

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের। আজকের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ তার মূল ভিত্তি তিনিই তৈরি করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বিসিএসআইআর (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ)। প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে জাতির পিতার দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯ তম অধিবেশনে দেয়া ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে’। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও বেকারত্বমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’র। প্রযুক্তিবান্ধব এ বিশ্বনেতা যে ‘সোনার বাংলা’ গড়তে চেয়েছিলেন তারই আধুনিক রূপ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে চারটি (০৪) স্তম্ভ অনুযায়ী কাজ করছে:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে চারটি প্রধান স্তম্ভকে সামনে রেখে কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি, ডিজিটাল গভর্নমেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন।

দক্ষ মানবসম্পদ

২০ লক্ষের
বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান

ডিজিটাল বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ	২০০৮	২০২২ (নভেম্বর)
এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি	-	৫৬,০০০+
লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার তৈরি	-	৭৮,৬৬০ জন
প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান	-	৪৭৫৯ এবং ৮৭৯জন
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন	-	১৩,০০০+
হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ	-	৩৬,০০০+
হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি	-	২২,০০০+ জন
সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	৯০ হাজার+
জাপান কর্তৃক পরিচালিত ITEE (Information Technology Engineers Examination) পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি গ্রাজুয়েটদের প্রশিক্ষণ।	-	১৮৭৪ জন

* এছাড়াও সরকারের অন্যান্য দপ্তর দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

কানেক্টিং বাংলাদেশ

১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী
৩৮০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ
১৮ কোটি মোবাইল সংযোগ

ডিজিটাল বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ	২০০৮	২০২২ (নভেম্বর)
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার (সংযোগ প্রাপ্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান)	-	১৮,৪৩৪টি
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার (সংযোগ প্রাপ্ত ইউনিয়ন)	-	২৬০০
ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার (কেবল স্থাপন- কি.মি.)	-	২৭৫০০ কি.মি.
ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম	-	৯০০টি
ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াইফাই সংযোগ	-	২৬০০
দূর্গম এলাকায় ব্রডব্যান্ড/ অপটিক্যাল ফাইবার(কেবল স্থাপন-কি.মি)	-	২,৪৮৯ কি.মি.
মোবাইল সংযোগ	৪ কোটি ৪৬ লক্ষ	১৮ কোটি ১৪ লক্ষ+
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	-	১৩ কোটি+

ডিজিটাল গভর্নমেন্ট

৫২২৫৬ টি ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্য বাতায়ন
ডিজিটাল সেন্টার ৮৮৯২ টি — থেকে এক যুগে ৮০ কোটির+ সেবা প্রদান
ই-নথিতে নিস্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যাঃ ২ কোটি ৪ লক্ষ+

ডিজিটাল বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ	২০০৮	২০২২ (নভেম্বর)
ডিজিটাল ভ্যাক্সিন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (সুরক্ষা)	০০	১ম ডোজ প্রায় ৯২ কোটি + ২য় ডোজ প্রায় ০৮ কোটি + বুস্টার ডোজ প্রায় ০৩ কোটি + টিকা প্রদান করা হয়েছে
Central Aid Management System (CAMS) শীর্ষক সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ	০০	৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩টি পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
শিক্ষক বাতায়নে সংযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা	০০	৬ লক্ষ ৩ হাজার+
শিক্ষক বাতায়নে প্রস্তুতকৃত মোট কনটেন্ট	০০	৬ লক্ষ ৭০ হাজার+
কিশোর বাতায়নে সংযুক্ত কিশোর-কিশোরী	০০	৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার+
কিশোর বাতায়নে প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট	০০	৩৮ হাজার+
‘মুক্তপাঠ’ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম-এ বিভিন্ন কোর্সে নাগরিক-নিবন্ধন	০০	২৯ লক্ষ+
‘মুক্তপাঠ’-এ মোট ই-লার্নিং কোর্স	০০	২২৪ টি
যুব দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম NISE3-এ সংযুক্ত যুব নর-নারী	০০	৬ লক্ষ ২০ হাজার+
NISE3 প্ল্যাটফর্ম -এ সংযুক্ত দক্ষতা প্রদানকারী কেন্দ্র	০০	২৫০ টি
সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনী সেক্টরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০০	৩ লক্ষ ৩৭ হাজার+
৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান	০০	৭ কোটি ৮৫ লক্ষ+
ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন	০০	৮৮৯২
ডিজিটাল সেন্টার হতে প্রদানকৃত মোট সেবা	০০	৮০ কোটি ৯৩ লক্ষ+
প্রতি ডিজিটাল সেন্টারে মোট সেবা	০০	৩৫৯ টি
ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে চলমান এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট	০০	৪৫৬৯ টি
এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে মোট লেনদেন (৳)	০০	৩৬ হাজার কোটি (টাকা)+
এক-পের সাথে সংযুক্ত সংস্থা	০০	পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থা-১৪টি ব্যাংক-১৮টি মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-০৭টি
এক-পে তে লেনদেন	০০	১৫ শত কোটি (টাকা)+
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘একশপ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	০০	৭৮ লক্ষ ৭৩ হাজার+
জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত সরকারি অফিস	০০	৫২,২৫৬ টি
অনলাইনে নামজারির আবেদন	০০	৮২ লক্ষ ২৮ হাজার+
অনলাইন নথি (ই-নথি/ ডি-নথি) কার্যক্রমে চলমান সরকারি অফিসের সংখ্যা	০০	ই-নথিঃ ১১,৫৬০ টি + ডি-নথিঃ ৮০৭ টি +
ই-নথিতে নিস্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যা	০০	২ কোটি ৪ লক্ষ+

ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন

রপ্তানি আয় ১.৪ বিলিয়ন ডলার
২০২৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা
৫ বিলিয়ন ডলার অর্জন

২০২৫ সালের মধ্যে ৭১৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ
১০ টি হাইটেক পার্কে এ পর্যন্ত
৫৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

ডিজিটাল বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ	২০০৮	২০২২ (নভেম্বর)
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/হাই-টেক পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার	০০	১০৯ টি (সরকারি - ৯২ টি এবং বেসরকারি - ১৭ টি)
চালুকৃত সরকারি হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক /শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের সংখ্যা	০০	২৯টি
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বা হাই-টেক পার্কে বরাদ্দকৃত প্রতিষ্ঠান	০০	২১৩টি
সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বা হাই-টেক পার্কে কর্মসংস্থান	০০	২২,০০০+ জন
আইসিটি রপ্তানি থেকে আয়	২৬ মিলিয়ন	৯.৪ বিলিয়ন
ফ্রিল্যান্সিংয়ে পেশাজীবীর সংখ্যা	-	৬ লক্ষ ৫০ হাজার+

999 | 333 | 109 | BANGLADESH COMPUTER COUNCIL | BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY | CCA | Digital Security Agency | a2i innovate for all | STARTUP BANGLADESH LIMITED | BANGLADESH DATA CENTER COMPANY LIMITED | মুক্তপাঠ | এক শপ | বিনিময়

www.ictd.gov.bd | www.doict.gov.bd | ictdivisionbd | departmentofict

প্রকাশনাঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ || সহযোগিতায়ঃ তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়